পাঠ্যপুস্তক থেকে সরকারের বাদ দেয়া রচনাবলী-১

সরকার সম্প্রতি হেফাজতে ইসলামের সাথে বোঝাপড়ার অংশ হিসেবে স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে বেশকিছু রচনা বাদ দিয়েছে। এই বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে সব নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে, সম্পাদকমন্ডলীকে না জানিয়ে এবং কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে, গোপনে। এই বাদ দেয়া লেখাগুলোর একটি সংকলন করেছিলেন সমুদ্র সৈকত। পরে তা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী (এপ্রিল ২০১৭)। এই বাদ দেয়া লেখাগুলো কী কী তা সকলের জানার জন্য ধারাবাহিকভাবে সর্বজনকথায় প্রকাশ করা হচ্ছে।

দেশ

জসীম উদ্‌দীন

খেতের পরে খেত চলেছে, খেতের নাহি শেষ
সবুজ হাওয়ায় দুলছে ও কার এলো মাথার কেশ।
সেই কেশেতে গয়না পরায় প্রজাপতির ঝাঁক,
চঞ্চুতে জল ছিটায় সেথা কালো কালো কাক।
সাদা সাদা বক-কনেরা রচে সেথায় মালা,
শরৎকালের শিশির সেথা জালায় মানিক আলা।
তারি মায়ায় থোকা থোকা দোলে ধানের ছড়া;
মার আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা।

বনের পরে বন চলেছে বনের নাহি শেষ,
ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন পরীর দেশ?
নিবিড় ছায়ায় আঁধার করা পাতার পারাবার,
রবির আলো খন্ড হয়ে নাচছে পায়ে তার।
সুবাস ফুলের বুনোট করা বনের লিপিখানি,
ডালের থেকে ডালের পরে ফিরছে পাখি টানি।

কচি কচি বনের পাতা কাঁপছে তারি সুরে
ছোট ছোট রোদের গুঁড়ো তলায় নাচে ঘুরে
মাথার পরে কালো কালো মেঘরলা এসে ভেড়ে
বুনো হাতির দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে।

নদীর পরে নদী গেছে নদীর নাহি শেষ,
কত অজানা গাঁ পেরিয়ে কত না জানা দেশ।
সাত সাগরের পণ্য চলে সওদাগরের নায়,
সুধার ধারা গড়িয়ে পড়ে গঞ্জ-নগর ছায়।
চখায় মুখর বালুর চরা হাসে কতই তীরে
ফুলের বনে রঙ্গিন হয়ে যায় বা কভু ধীরে
দ্রুত মিনার-সৌধ চূড়ার কোল ঘেঁষিয়ে যায়
কত শহর হাট-বন্দর-বাজার ফেলে বায়।
কত নায়ের ভাটিয়ালির গানে উদাস হয়ে
নদীর পরে নদী চলে কোন অজানায় বয়ে।

লাইব্রেরী

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

পুস্তকের শ্রেণীবদ্ধ সংগ্রহকে লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার বলা হয়। সকল প্রকার জ্ঞানকে একত্র করে স্থায়িত্বদানের অভিপ্রায় থেকে লাইব্রেরীর সৃষ্টি। এক ব্যক্তির পক্ষে সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন পারদর্শিতা লাভ করে, তার সবটুকু জ্ঞান মস্তিষ্কে ধারণ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন এমন কোন উপায় উদ্ভাবনের, যার দৌলতে দরকার অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা যায়। ফলে লাইব্রেরীর সৃষ্টি।

লাইব্রেরী তিন প্রকার- ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাধারণ। ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যক্তিমনের খেয়ালমতো গড়ে ওঠে- তা হয়ে থাকে ব্যক্তির মনের প্রতিবিম্ব। ব্যক্তি যে ধরণের রচনা ভালোবাসে তার প্রাচুর্য, আর যে ধরণের রচনা পছন্দ করে না তার অনুপস্থিতি হয়ে থাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য। এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, খেয়ালমতো গড়ে তোলে তার কল্পনার তাজমহল। কাব্যপ্রেমিক হলে কাব্যগ্রন্থ নিয়ে, কথাসাহিত্যপ্রেমিক হলে কথাসাহিত্য দিয়ে, ইতিহাসপ্রিয় হলে ঐতিহাসিক গ্রন্থ দিয়ে সে সাজিয়ে তোলে তার টেবিল, আলমারির শেলফ- সবকিছু। কারো বাধা দেওয়ার অধিকার নেই, আপত্তি করবার দাবি নেই, উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে সে স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরী যেমন ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিবিম্ব, পারিবারিক লাইব্রেরী তেমনি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতিচ্ছায়া। এখানে যেমন একের রুচির ওপর বহুর অত্যাচার অশোভন, তেমনি বহুর রুচির ওপর একের জবরদস্তি অন্যায়। দশ জনের রুচির দিকে নজর রেখেই পারিবারিক লাইব্রেরী সাজাতে হয়।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরী ব্যক্তি বা পারিবারের মর্জিমাফিক গড়ে ওঠে। সাধারণের হুকুম চালাবার মতো সেখানে কিছুই নেই। লাইব্রেরীসম্পন্ন ব্যক্তির চালচলনে এমন একটা শ্রী ফুটে উঠতে বাধ্য, যা অন্যত্র প্রত্যক্ষ করা দুষ্কর। সত্যিকার বৈদগ্ধ বা চিৎপ্রকর্ষের অধিকারী হতে হলে লাইব্রেরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, লাইব্রেরী বা শ্রেণীবদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ গৃহসজ্জার কাজেও লাগে। আর এই ধরণের গৃহসজ্জায় লাভ এই যে, বাইরের পারিপাট্যের সঙ্গে তা মানসিক সৌন্দর্যেরও পরিচয় দেয়। লাইব্রেরী সৃজনে তৎপর হয়ে ধনী ব্যক্তিরা পুস্তক কেনার নেশা সৃষ্টি করলে দেশের পক্ষে লাভ হবে এই যে- অনবরত বাঁধানো পুস্তকগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে তাদের চামড়ার তলে যে একটি মন সুপ্ত রয়েছে,

সে সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠবেন। লাইব্রেরী সৃজনের দরুণ তারা নিজেরা ততটা লাভবান না হলেও তাদের পুত্রকন্যাদের যথেষ্ট উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। হয়তো এই লাইব্রেরী থাকার দরুণই পরিণত বয়সে সে সুসাহিত্যিক বা সাহিত্য-সমঝদার হয়ে উঠবে। এ আশা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, বড় বড় সাহিত্যিক বা কবিদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, বাল্যে তাঁরা পিতার অথবা পারিবারিক লাইব্রেরী থেকে সাহিত্য সাধনার প্রেরণা লাভ করেছেন।

সাধারণ পাঠাগার আধুনিক জিনিস। কারণ, ঐতিহাসিকরা কী বলবেন জানি নে, যে জ্ঞানার্জনস্পৃহা থেকে পাঠাগারের জন্ম, ব্যাপকভাবে তার জাগরণসম্পৃহা সহজে মেটানো সম্ভব নয়। জ্ঞানের বাহন পুস্তক, আর পুস্তক কিনে পড়া যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা ধারণা করা সহজ। পুস্তকের ব্যাপারেও সমবায়নীতির আবশ্যক। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দশে মিলে কাজ না করলে স্বার্থকতা লাভ করা অসম্ভব। এ ব্যাপারে দশের মিলিত ফলস্বরূপ যা পাওয়া যায়, তাকেই সাধারণ লাইব্রেরী বলা হয়। অবশ্য সাধারণ লাইব্রেরী ব্যক্তির দানও হতে পারে। তবে ব্যক্তিগত প্রভাবের চাইতে সাধারণের প্রভাবই সেখানে বলবত্তর হতে বাধ্য। যদি না হয়, তবে সাধারণ না বলে ব্যক্তিগত পাঠাগার বলাই ভালো।

সাধারণ লাইব্রেরীর পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিতে হলেও পুস্তক নির্বাচনে বিশেষ সাবধানতার পরিচয় দিতে হয় বলে মনে হয় না।

সাধারণ লাইব্রেরীর পুস্তক সংগ্রহ বিষয়ে আরেকটি কথা বলে দরকার। পুস্তক নির্বাচনকালে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা জাতীয় সংকীর্ণতার পরিচয় যত কম দেওয়া হয়, ততই ভালো। কারণ, যতদূর মনে হয়, পাঠাগার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রক্ষক নয়, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশক। আর ভালো পুস্তকলেখক যখন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন, সমস্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়, পুস্তকলেখক যখন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন, সমস্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়, তখন পুস্তক নির্বাচনকালে সংকীর্ণ মনোভাবসম্পন্ন না হওয়াই ভালো।

জাতীয় জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতো দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থপ্রসার, আরেক ধারারনাম আত্মপ্রকাশ বা পরমার্থ বৃদ্ধি। একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ, মামলাফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য দিক, অপরদিকে সাহিত্যশিল্প, ধর্মপ্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। একদিকে শুধু কাজের জন্য কাজ, অপরদিকে আনন্দের জন্য কাজ। একদিকে সংগ্রহ, আরেকদিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিকটির প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সে জাতি কখনও উঁচু জীবনের অধিকারি হতে পারে না। কোনো প্রকারে টিকে থাকতে পারলেও নব নব বৈভব সৃষ্টি তার দারা সম্ভব হয়না। মানসিক ও আত্মিক জীবনের সাধনা থেকে চরিত্র যে শ্রী দুটে ওঠে, তা থেকে তাকে এক রকম বঞ্চিত থাকতেই হয়। জীবনে শ্রী ফোটাতে হলে দ্বিতীয় দিকটির সাধনা আবশ্যক। আর সেজন্য লাইব্রেরী এক অমূল্য অবদান।

লাইব্রেরী জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদন্ড। কারণ, বুদ্ধির জাগরণ-ভিন্ন জাতীয় আন্দোলন হুজুগপ্রিয়তা ও ভাববিলাসিতার নামান্তর, আর পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত বুদ্ধির জাগরণ অসম্ভব।

লাইব্রেরীর শ্রেষ্ঠতা এইখানে যে, তা আমাদের ডালভাতের ব্যবস্থা না করতে পারলেও সভ্যতার আদর্শটি অক্ষুন্ন করে আমাদের আলোকাভিসারী করে তুলতে পারে।

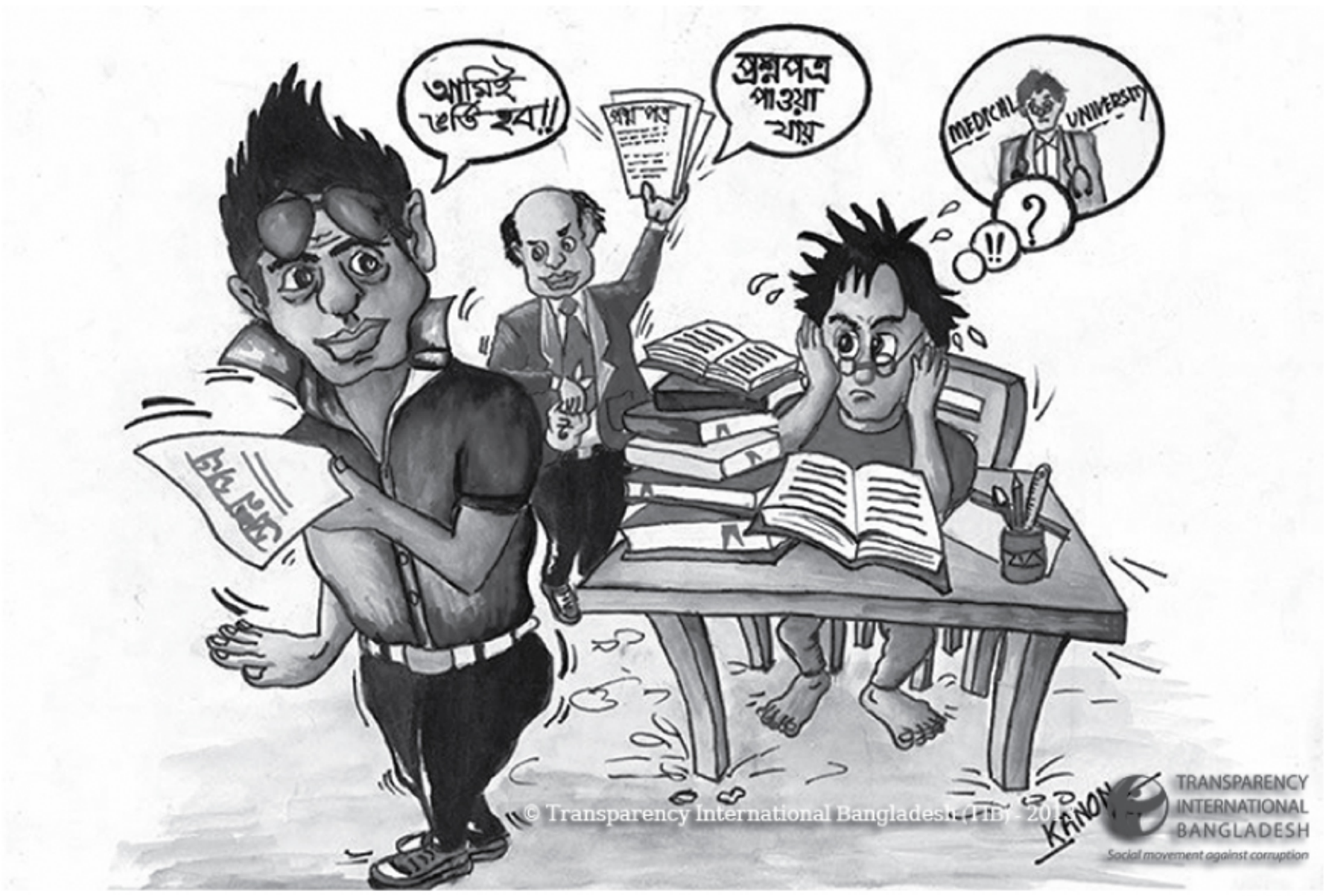

© Transparency International Bangladesh (TIB) - 201

সংগৃহীত